rongermela@kalerkantho.com
কালের কণ্ঠ
৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২, বৃহস্পতিবার


রঙের মেলা

# সিদ্দিকা কবীর'স রেসিপি নেপথ্যের গল্প

মোস্তফা কামাল সৈয়দ

যে গল্প লিখতে বসেছি, তা বলার আগে সামান্য একটু ভূমিকা প্রয়োজন। ষাটের দশকের শেষের দিকের কথা। আমি তখন ডিআইটিতে অবস্থিত ঢাকা টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে যোগদান করি। সেই সময় থেকেই সিদ্দিকা আপার সঙ্গে পরিচয়। যদিও আমি সংগীত প্রযোজক হিসেবে কাজ শুরু করি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পুষ্টি এবং রান্নাবিষয়ক বেশ কিছু অনুষ্ঠানে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। খুব কাছ থেকে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সিদ্দিকা আপাকে দেখে মনে হয়েছে, তিনি একাধারে বিনয়ী, সূক্ষ্ম রুচির অধিকারিণী, সুশিক্ষিত এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন বড় মাপের মানুষ।

এই তো গেল সিদ্দিকা কবীর সম্পর্কে বিটিভি যুগের কথা। এবার আসি বর্তমান যুগের কথায়। বিটিভি থেকে অবসর নেওয়ার পর আমি স্যাটেলাইট চ্যানেল এনটিভির প্রতিষ্ঠানলয়ে অনুষ্ঠানপ্রধান হিসেবে যোগদান করি।

এখানে শুরুতেই এসে দেখি, ফ্রিল্যান্স নির্মাতাদের বহুসংখ্যক অনুষ্ঠান জমা পড়েছে। এ অনুষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে আমরা প্রিভিউর মাধ্যমে প্রচারের জন্য মানসম্পন্ন বেশ কিছু অনুষ্ঠান চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করি। এ প্রক্রিয়ায় ফিকশন ও নন-ফিকশন উভয় ক্যাটাগরির অনুষ্ঠানগুলো বাছাই করা হতো। নন-ফিকশন ক্যাটাগরিতে সিদ্দিকা কবীর'স রেসিপি শিরোনামে একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান আমাদের প্রিভিউতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং অনুষ্ঠানটি এনটিভি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থাপক শারমিন লাকী ও সিদ্দিকা কবীরকে রেসিপি প্রণেতা হিসেবে দেখতে পাই। সারা যাকের ও আবদুল্লাহ রানার নাম পরিচালকরূপে এবং ধ্বনিচিত্র লিমিটেডের নাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে লক্ষ করি। এরপর ২০০৩ সালের ৯ জুলাই সিদ্দিকা কবীর'স রেসিপি অনুষ্ঠানটি প্রতি বুধবার সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হিসেবে এনটিভিতে প্রচার শুরু হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রান্নার একটি অনুষ্ঠান প্রতিটি ঘরে যে এতটা জনপ্রিয় হতে পারে, তা আমরা ধারণা করতে না পারলেও সিদ্দিকা আপা সেটি করে দেখালেন। প্রবল জনপ্রিয়তা ধরে রেখে সিদ্দিকা কবীর'স রেসিপি যখন ২০০ পর্ব অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন একপর্যায়ে সিদ্দিকা আপার সাময়িক শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনুষ্ঠানটির ২৫০তম পর্বকে শেষ পর্ব হিসেবে ধারণ করা হলো। অবশ্য তথ্যটি আমাদের জানা ছিল না। পরবর্তী সময়ে শারমিন লাকীর সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে দেখা হওয়ার পর আমি এই তথ্যটি জানতে পেরে ধ্বনিচিত্রের কামরুল ভাই এবং সারা যাকেরের সঙ্গে কথা বলে অনুষ্ঠানটিকে ৩০০ পর্ব পর্যন্ত নির্মাণ করার অনুরোধ জানাই। অতঃপর সিদ্দিকা আপার কিছু শারীরিক অসুস্থতার জন্য মাঝেমধ্যে ছেদ পড়লেও অনুষ্ঠানটির প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার জন্যই শেষ পর্যন্ত ৩০০তম পর্বের ধারণকাজ সম্পন্ন হয়। এই ৩০০ পর্বেই অত্যন্ত জনপ্রিয় টিভি রান্নার অনুষ্ঠান সিদ্দিকা কবীর'স রেসিপি সমাপ্ত হবে।

টেলিভিশনে রান্নার আরো অনুষ্ঠানের প্রস্তাব এসেছিল তাঁর কাছে, কিন্তু তিনি নতুন আর কোনো অনুষ্ঠান না করে শুধু সিদ্দিকা কবীর'স রেসিপি অনুষ্ঠানের প্রতিই তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ ঢেলে দিয়েছিলেন। ফলে টানা ৯ বছর রান্নাবিষয়ক অনুষ্ঠানের মধ্যে সিদ্দিকা কবীর'স রেসিপি'র একই রকম জনপ্রিয়তা ও মান বজায় রেখে প্রচারিত হওয়া টেলিভিশনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ২০১১ সালের ৩১ জানুয়ারি মঙ্গলবার আকস্মিকভাবেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। রান্নাকে যিনি শিল্পে উত্তীর্ণ করে গেছেন, সেই মহান রন্ধনশিল্পী সিদ্দিকা কবীর সম্পর্কে একটি সুন্দর ও ছোট্ট স্মৃতি রয়ে গেছে আমার মনে। সেই স্মৃতির কথা লিখে শেষ করব। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ টেলিফোন আলাপচারিতায় অনুষ্ঠানটির পর্বসংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যায় কি না তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, শরীর ভালো থাকলে অবশ্যই অনুষ্ঠানটি চালিয়ে যেতে চান এবং সেটা এনটিভিতেই। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর ইচ্ছাও অপূর্ণই থেকে গেল। শুধু তা-ই নয়, আমাদের এবং দর্শকদের ইচ্ছাও পূরণ হলো না। কিন্তু সিদ্দিকা কবীর'স রেসিপি অনুষ্ঠানটি দর্শকদের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

লেখক : অনুষ্ঠান প্রধান, এনটিভি